দুরন্ত গতির গাড়ি থামাতে গিয়ে আহত পুলিশ অফিসার

ভোপাল, ১৭ জুন : ভোপালে নিশাতপুরা থানার সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) অমৃতলাল ভিলালাকে একটি দুরন্ত গতির গাড়ি প্রায় অর্ধ কিলোমিটার পথ টেনে নিয়ে যায়। ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ওই থানার ওসি চেইন সিং রঘুবংশী জানিয়েছেন, ওই এস আই (৫২) দুরন্ত গতিতে যাওয়া একটি গাড়িকে সন্দেহ হওয়ায় থামাতে গেলে গাড়িটি তাকে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা করে। প্রচণ্ড গতিতে যাওয়া গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। সেই সময়ই গাড়িটি না থেমে ওই সাব-ইন্সপেক্টরকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার পথ টেনে নিয়ে যায়। ভিলালা প্রাথমিকভাবে কিছু না বুঝলেও পরে তিনি গাড়ির বনেটের উপর পড়ে যান। তাঁর কাপড় জড়িয়ে যায় গাড়ির একটি চাকার সঙ্গে। এরপরও গাড়িটির চালক থামেনি। তাকে সেই অবস্থাতেই চালক ৫০০ মিটার টেনে নিয়ে যায়। এরপর গাড়িটি ফেলে দিয়ে পালায় চালক। তার নামে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ড্রাইভারের খোঁজ চলছে। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য নাইডুর বিশেষ মর্যাদার দাবিকে সমর্থন নীতীশ কুমারের

পাটনা, ১৭ জুন : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হলটা কী? অন্তত রাজনৈতিক মহলে সেরকম প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে। রাজ্যে একের পর এক উপনির্বাচনে চিরশত্রু আরজেডি-র কাছে পরাজয় নীতীশের বোধোদয় ঘটিয়েছে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি ফের ক্ষমতায় না এলে বিহারের পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তাও বোধহয় ভাবতে শুরু করেছেন জেডিএস সুপ্রিমো। তাই রবিবার প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ মর্যাদার দাবিকে সমর্থন জানালেন। উল্লেখ্য, এই দাবি পূরণ না হওয়াতেই মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন।

নীতি আয়োগ গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে দক্ষিণের রাজ্যটিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার জন্য তেলুগু দেশম পার্টির প্রধানের দাবিকে সমর্থন জানান তিনি। তিনি বিহারের জন্য একই মর্যাদা দাবি করেছেন। মজার বিষয় হল, বিহারে তাঁর জোটসঙ্গী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজনৈতিক মহলের মতে, চন্দ্রবাবুর দাবিকে সমর্থন জানিয়ে

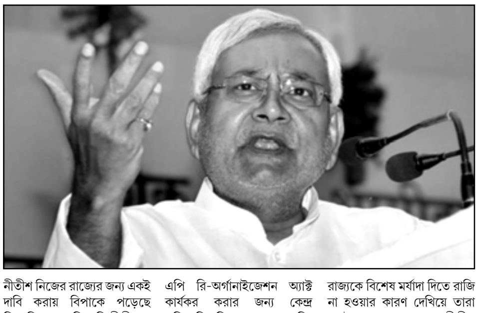

নীতীশ নিজের রাজ্যের জন্য একই দাবি করায় বিপাকে পড়েছে বিজেপি। কারণ বিজেপি নীতীশের জোটসঙ্গী বিহারে আর তাঁরা এই দাবির তীব্র বিরোধী। দাবি মানতে রাজি না হওয়াতেই বহুদিনের জোটসঙ্গী তেলুগু দেশম পার্টি (পিডিপি) মোদীর দুঃসময়ে জোট ছেড়ে গিয়েছেন। তাকে আটকাতে পারেনি বিজেপি। কারণ নাইডুর দাবি তারা কোনওমতেই মেনে নেবে না। টিডিপি-র অ্যানুয়াল কনক্লেভ 'মহানাড়ু'র উদ্বোধন করে নাইডু এদিন বলেন, বিশেষ মর্যাদা এবং এপি রি-অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট কার্যকর করার জন্য কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখেনি। অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষের সঙ্গে মোদী সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। নাইডুর আরও দাবি, ওয়াইএসআরসিপি'র সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করতে চাইছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে এনডিএ থেকে বেরিয়ে আসে টিডিপি। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে সমর্থনও তুলে নেয় তারা। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দিতে রাজি না হওয়ার কারণ দেখিয়ে তারা জোট ছাড়ে। সে সময় নীতীশ কুমার কিন্তু একটি মন্তব্যও করেননি। অথচ এখন তিনি যেভাবে জোটের দাবিদাওয়াকে সমর্থন করছেন, তা দেখে বিস্মিত বিরোধী দলগুলি। আর এ থেকেই তাদের মনে হচ্ছে, নীতীশও কি ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে ডিগবাজি খেতে চলেছেন? নীতীশ এনডিএ ছাড়লে বিহারে বিরোধী রাজনীতির সমীকরণ কতটা বদলাবে তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

মোদী সরকার মুসলিমদের জন্য অনেক কিছু করেছে : দাবি নকভির

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : নরেন্দ্র মোদী সরকার মুসলিমদের আস্থা অর্জনে অনেক কিছু করেছে, এই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি। নকভির আরও দাবি, ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিমদের মন বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সম্পর্কে তাদের নানারকম ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। এখন সরকার যেসব কাজ করছে তা অত্যন্ত ইতিবাচক। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্যই এইসব কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

মুসলিমদের উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার নানা ধরনের স্কিম হাতে নিয়েছে। এইসব স্কিমের অন্যতম হল 'তিন তালাক' বলেও দাবি করেছেন নকভি। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, 'তিন তালাক' এখনও আইনে পরিণত হয়নি। ফলে মুসলিম মহিলারা এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া তাদের আরও অভিযোগ, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বিজেপি এখন মুসলিমদের উন্নয়নের কথা বলছে। মুসলিমদের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। এ সবই ভোট রাজনীতি বলেও দাবি করেছেন বিরোধীরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্প্রতি শুধু মুসলিম মহিলাদের জন্যই একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলেন। 'তিন তালাক' দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বেশকিছু মহিলাও এই পার্টিতে যোগ দেন। ওই ইফতার পার্টিতে নকভি দাবি করেন, মুসলিমদের আস্থা অর্জনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বহু কাজ করছে। কারণ গত ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের মন বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন একটি ভাল দিক হল নতুন প্রজন্মের মুসলিম ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মহিলারা বিজেপির এইসব কাজের ভাল ও খারাপ দিকগুলি মূল্যায়ন করছেন। এরপরই তারা বিজেপির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে

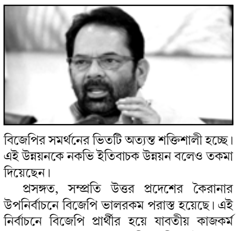

বিজেপির সমর্থনের ভিতটি অত্যন্ত শক্তিশালী হচ্ছে। এই উন্নয়নকে নকভি ইতিবাচক উন্নয়ন বলেও তকমা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের কৈরানার উপনির্বাচনে বিজেপি ভালরকম পরাস্ত হয়েছে। এই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু দলীয় প্রার্থী না জেতায় মুখ পুড়েছে যোগীর। আগামী বছরই অর্থাৎ ২০১৯ সালে লোকসভার সাধারণ নির্বাচন। ফলে কিছুটা আশঙ্কিত হয়েই বিজেপি কার্যত মুসলিম তোষণা শুরু করেছে রাজ্যে। নকভি মেয়েদের জন্য ডাকা ইফতারে বলেছেন, মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার জন্য লোকসভা নির্বাচনের আগেই দল কৌশল তৈরি করবে।

আঞ্চলিক হেভিওয়েট দলগুলি কাছাকাছি চলে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে বিজেপির। তাই পাল্টা হিসেবে তারাও মুসলিমদের কাছে টানতে চাইছে। নকভি ইফতার পার্টিতে আরও বলেছেন, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সবসময়ই মুসলিমদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলির ধারণা, মুসলিমরা তাদের ভোট দিতে বাধ্য। সেজন্য কংগ্রেস কখনও মুসলিমদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের কথা বলে না।

মির্জাপুরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে গঙ্গাতীরে যোগ্যাভ্যাসে অংশ নিয়েছেন মহিলা ও পুরুষ।

গুজরাতের প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলগুলিতেও পৌঁছে যাচ্ছে এটিএম

আহমেদাবাদ, ১৭ জুন : গুজরাতে আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে এটিএম (স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিন)। প্রসঙ্গত, এইসব মানুষের আর্থিক অবস্থা একেবারে প্রান্তিক সীমায় রয়েছে। ফলে তারা এটিএম ব্যবহারের কথা ভাবতেও পারেন না। কিন্তু এটিএম ব্যবহারের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে। রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারি রমেশ চাঁদ মিনা জানিয়েছেন, আদিবাসী অধ্যুষিত অন্তত ৪০টি জায়গায় বসানো হচ্ছে এটিএম। আগামী মাসগুলিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এগুলো বসাতে চলেছে।

রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভাগের সেক্রেটারি রমেশ চাঁদ মিনার দাবি, ট্রাইবাল অধ্যুষিত জেলাগুলিতে এমন অঞ্চল রয়েছে যেখানে মানুষ ব্যাঙ্কের সুবিধাই পান না। তাঁদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়াও রাজ্যের লক্ষ্য। টাকা তোলার জন্য দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে কোনও শহরে যেতে হয় তাদের। সেই অসুবিধা দূর করতেই এবার শুরু হচ্ছে প্রান্তিক এলাকায় এটিএম মেশিন বসানোর কাজ।

যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে গুজরাত সরকার এই পরিকল্পনা করেছে। আদিবাসী ভোট বিপক্ষে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই পরিকল্পনাটি করা হয়েছে। দক্ষিণের সবরকাঁথা জেলা থেকে গুজরাতের উত্তরে মিনা জেলা পর্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকাগুলি বেছে নিয়ে ৪০টি জায়গায় বসানো হচ্ছে এটিএম। মিনার আরও দাবি, এ নিয়ে তারা একটি সমীক্ষাও করেছেন। কমপক্ষে ২০ কিলোমিটার দূরে দূরে বসানো হচ্ছে এক-একটি এটিএম যাতে দূরের মানুষ সহজেই এর সুবিধা পান।

গুজরাত সরকার মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট সহ আরও বিভিন্ন ভর্তুকি প্রকল্প চালু করেছে। এইসব প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের দেয় টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট করা হবে। আদিবাসীরা যাতে এটিএমের মাধ্যমে ব্যাঙ্কে না গিয়েই টাকা দ্রুত তুলে নিতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে এজন্য ১০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রত্যেকে ৫ কোটি টাকা করে দেবে। এছাড়া ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি অনুযায়ী, এটিএম বসানোর যে খরচ হবে তারও অর্ধেক বহন করবে রাজ্য সরকার।

বৃষ্টি স্বস্তি আনল পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়ে

চণ্ডীগড়, ১৭ জুন : পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় রবিবার বৃষ্টি শুরু হয়। এই বৃষ্টি প্রবল দাবদাহ থেকে স্বস্তি দিল রাজ্যের কিছু অংশের মানুষকে। গত কয়েকদিন ধরেই ধূলিঝড়, বালুঝড় এবং প্রবল তাপপ্রবাহে রাজ্যের মানুষের অবস্থা অসহনীয় হয়ে পড়ে। তবে রবিবার বৃষ্টি শুরু হতেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু কিছু অংশে ঠান্ডা ভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বাধিক তাপমাত্রা ৪০-৪২ থেকে ২২-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। সাময়িকভাবে আবহাওয়া ছিল খুব মনোরম। এদিকে শনিবার সন্ধে থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় বৃষ্টির আশা করতে থাকেন মানুষ। এদিন সন্ধেতে সামান্য বৃষ্টি হলেও রবিবার শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী চণ্ডীগড় ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নামতে থাকে। স্বাভাবিকের থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমে যায় তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ের বিস্তৃত অংশে আরও বৃষ্টি হতে পারে। প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চণ্ডীগড়ে প্রবল আর্দ্রতা মানুষের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ধূলিঝড়, বালুঝড় ও প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকেন মানুষ। ধূলিঝড়ের কারণে চণ্ডীগড় বিমানবন্দর থেকে গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার সব বিমান বাতিল করা হয়। এর ফলে যাত্রীরা অসুবিধায় পড়েন। তাঁরা বিক্ষোভও দেখান। শনিবার পর্যন্ত বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। এদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দুই রাজ্যেরই বহু জায়গায় স্বাভাবিক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই ঘোষণা দুই রাজ্যের মানুষকেই স্বস্তি দিয়েছে। বৃষ্টিই একমাত্র তাদের দাবদাহ ও ধূলিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত স্বঘোষিত ধর্মগুরু দাতি মহারাজের আশ্রম থেকে নিখোঁজ ৬০০ কিশোরী

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : আসারাম বাপু থেকে বাবা রাম রহিম পর্যন্ত সব স্বঘোষিত ধর্মগুরুরাই ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে এখন গরাদের ওপারে রয়েছেন। এই কাণ্ডে অভিযুক্ত আর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু হলেন দাতি মহারাজ। অতি সম্প্রতি তাঁর আশ্রম থেকে ৬০০ কিশোরী নিখোঁজ হয়েছেন। রাজস্থানের আলোয়াড়ে দাতি মহারাজের যে আশ্রম রয়েছে, সেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছেন তারা। দাতি মহারাজ নিজেই দাবি করেছেন, তাঁর আশ্রমে কমপক্ষে ৭০০টি কিশোরী ছিলেন। কিন্তু ৬০০ কিশোরীর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ এই অভিযোগ পাওয়ার পরই তল্লাশিতে নেমেছে। তাদের ধারণা, এই কিশোরীদের হয় আশ্রম থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে বা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

এই ঘটনার পর থেকে দাতি মহারাজেরও কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। রাজস্থান পুলিশের অপরাধ শাখা তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিকে বছর ২৫-এর এক তরুণী দাবি করেছেন, প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় তিনি দাতি মহারাজের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু নিজে এবং তাঁর দুই অনুরাগী তাকে ধর্ষণ করে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করেছে। ওই তরুণী দাতি মহারাজের আশ্রমের আর এক মহিলা ভক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, স্বঘোষিত ধর্মগুরু দাতি মহারাজের বেশকিছু মহিলা

ভক্ত রয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই তাঁর খুব কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত। এরকমই এক মহিলা তাকে জোর করে দাতি মহারাজের ঘরে ঢুকিয়ে দেন। তিনি ওই ঘরে ঢুকতে অস্বীকার করলে বলা হয়, অন্যান্য ভক্তরাও মহারাজের সঙ্গে রাতে ঘুমোবেন। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ওই তরুণী আরও অভিযোগ করেছেন, দিল্লি এবং রাজস্থানের বিভিন্ন আশ্রমে এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু তাকে যৌন লাঞ্ছনা করেন।

ওই তরুণীর দাবি অনুসারে বছর দুয়েক আগে তিনি একদিন সুযোগ পেয়ে আশ্রম ছেড়ে পালান। তারপর তিনি গভীর হতাশায় ডুবে যান। তরুণীর পরিবারের তরফে তাঁকে মানসিক চিকিৎসা করানো হলে ট্রমা থেকে মুক্তি পান তিনি। এরপরই বাবা-মা'র পরামর্শে পুলিশের কাছে যাবতীয় তথ্য জানান। দাতি মহারাজের বিরুদ্ধে একটি মামলাও রুজু হয়। মহারাজ নিজে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তদন্তে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

বিজেপি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করছে : স্ট্যালিন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও এনডিএ সরকারের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের অফিসে গত কয়েকদিন ধরে ধরনা দিচ্ছেন। তাঁদের মূল দাবি হল, রাজ্যের সব আইএএস অফিসারকে তাদের অঘোষিত ধর্মঘট তুলে নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং মোদী সরকারকে সব দাবিগুলি মানতে হবে। কেজরিওয়ালের সঙ্গে রয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং অন্য দুই মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন ও গোপাল রাই। যদিও এখনও পর্যন্ত বাইজল তাঁদের দাবি মেনে নেননি। বরং কেজরিওয়ালকে রাজভবন থেকে সরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

ধর্নার প্রথম দিনগুলিতে কাউকে পাশে না পেলেও এখন চার-চারজন মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন পেয়েছেন কেজরি। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্নাটকের এইচ ডি কুমারস্বামী এবং কেরলের পিনারাই বিজয়ন সমর্থন করেছেন কেজরিওয়ালকে। এবার ডিএমকে'র কার্যকরী সভাপতি এম কে স্ট্যালিনকেও পাশে পেলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো। রবিবার স্ট্যালিন ট্যুইট করে বলেছেন, একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে অবজ্ঞা করে ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ধ্বংস করতে চাইছে।

নাইডু, মমতা, কুমারস্বামী এবং বিজয়ন একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এদিন কেজরিকে সমর্থন জানান। সেইসঙ্গে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত এনডিএ সরকারের কাছে দাবি করেন এই সংকট অবিলম্বে মিটিয়ে নিতে হবে কেন্দ্রকে। তাঁরা আরও বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়াতেই তাঁরা দিল্লি এসেছেন। কুমারস্বামী দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত, পুরো ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া। যদিও এদিন চার মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লির এলজি অনিল বাইজলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাউকেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি চেয়েছিলাম দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আমাকে বলা হয়, অনুমতি নেই। এরপরই আমরা চারজন এলজি'র সঙ্গে দেখা করে সময় চাই। এলজি'র দফতর থেকে জানানো হয়, তিনি এখন দিল্লিতে নেই। দেশে ফিরলেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।' কিন্তু কেজরির সঙ্গে কেন তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হল না, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ বাকি তিন মুখ্যমন্ত্রীও। এই পরিসরে কেজরির প্রতি সমর্থনের হাত যেভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন চার মুখ্যমন্ত্রী তাতে আপ্লুত ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন। স্ট্যালিন এদিন ট্যুইট করে বলেছেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে আছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নষ্ট করছেন। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অহেতুক নানাভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁরা এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

রাজীব গান্ধির ১ হত্যাকারীর মা সন্তানের স্বেচ্ছামৃত্যুর দাবি জানালেন

চেন্নাই/নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : তামিলনাড়ু সরকার রাজীব হত্যায় দোষী সাব্যস্ত ৭ জনের মুক্তির জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই সুপারিশ খারিজ হয়ে গেছে। এরপরই এই হত্যাকাণ্ডে অন্যতম দোষী সাব্যস্ত পেরারিভালানের মা তাঁর সন্তানের জন্য স্বেচ্ছামৃত্যুর দাবি জানালেন। এ জি পেরারিভালানের মা ওরপুথাম্মাল তামিলনাড়ু সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগের কথা স্মরণ করে তা খারিজ হয়ে যাওয়ায় এই আবেদন করেছিলেন। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ু সরকার এ জে পেরারিভালান সহ মুরুগন, সান্থান, জয়াকুমার, রবার্ট পায়াস, রবিচন্দ্রন এবং নলিনীর মুক্তি দাবি করেন। সরকারের তরফে বলা হয়, তারা ২০ বছরেরও বেশি সময় জেলে রয়েছেন। কাজেই এবার তাদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সেই আবেদন খারিজ করে দেন।

আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পরই তামিলনাড়ুর ভেল্লোর জেলার বাসিন্দা ওরপুথাম্মাল সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি তামিলনাড়ু সরকারের দাবি খারিজ করে দেওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। দীর্ঘদিন আইনি লড়াই চালানোর পর তার সাম্প্রতিক পরিণতি এই। ওরপুথাম্মাল প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই বলেছেন, তাঁর ছেলেকে জীবিত অবস্থায় আর চান না। এবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে তাঁকে এবং সন্তানকে স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার দেওয়ার দাবি জানালেন।

এই প্রসঙ্গ ওরপুথাম্মাল প্রাক্তন সিবিআই অফিসারের বক্তব্য স্মরণ করে বলেছেন, তিনি পেরারিভালানের বিবৃতি রেকর্ড করে আদালতে জমা দেন। সেই বিবৃতি থেকে তাঁর স্বীকারোক্তির অংশটিকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর তাঁর ছেলেকে পুলিশ তদন্তের নামে তুলে নিয়ে যায়। সে সময় পেরারিভালানের বয়স ছিল মাত্র ১৯। এখন তাঁর বয়স ৪৭। জীবনের সেরা সময়ইটাই সে কাটিয়ে ফেলেছে। তার যৌবন এবং জীবন প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ওরপুথাম্মাল কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতিও তুলে ধরেছেন।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি সম্প্রতি তাঁর বাবার অপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন। সোনিয়া এবং প্রিয়াঙ্কাও অনেকদিন আগেই তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের মে মাসে শ্রীপেরমবুদুরে এক নির্বাচনী সভায় প্রচার চালাতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি নিহত হন।

ফাদার্স ডে ২০১৮

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : বিশ্ব সংস্থার মতে, বাবাই মেয়ের জীবনে প্রথম ভালবাসা এবং ছেলে হয়ে ওঠে কোনও একটি মেয়ের জীবনে প্রথম নায়ক। বাবার কাছ থেকে তাঁরা আশীর্বাদ ও ভালবাসা পান। তাঁরা জানেন সেই ভালবাসা কত পবিত্র। ইউনেসকো প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবারটিকে ফাদার্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০১৮ সালে এই দিনটি পড়েছে ১৭ জুন। ফাদার্স ডে-কে আরও স্মরণীয় করে রাখতে এক মেয়ের তাঁর বাবার প্রতি ভালবাসার কথা হোয়াটস অ্যাপ ও ফেসবুকের মেসেজে ধরা পড়েছে, যেখানে বাবা বলছেন, 'আমি হয়তো এই মুহূর্তে তোমার থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে তুমি সবসময় রয়েছো।'